অবিচলিত চিরাতের পাশে অর্বাচীন একটা মুহূর্তের
স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছে এখানে বাইরেরই ঢেউয়ের আঘাতে,
রাবীন্দ্রিক উত্তর-পর্ব থেকে তার ক্রমাগত
উচ্চ স্বর দেশকালহীন পারমিক কবিতার ঐতিহ্যে প্রতিহত না হয়ে
দেখা যায় কবিকেও 'সংবাদ মূলত কাব্য'
লেখার প্ররোচনা দিয়েছে, তবু বাস্তবপন্থী আখ্যানের
ধারাতেই হয়তো তার গোচর প্রসার,
কেননা কুশীলব সেখানে বিজড়িত মুহূর্তেরই প্রতিভূ।
প্রশ্ন, ধ্রুপদী স্থৈর্য-সাধনার এই দেশে
চঞ্চল একটা মুহূর্তের প্রসর ধরা যাবে কতখানি।
'মুহূর্তের ভাষ্য' লেখক এ বইয়ে উপজীব্য
মুহূর্তের চারিত্র নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন
প্রায় তিরিশ বছরের গদ্যে-পদ্যে মিশ্র তথ্য সহকারে,
তার গতি বা অভিমুখিতার কথাও অবশ্য এসেছে প্রাসঙ্গিকভাবে।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | মুহূর্তের ভাষ্য

মুহূর্তের ভাষ্য

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুহূর্তের ভাষ্য

মুহূর্তের ভাষ্য

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শামা

MUHURTER BHASHYA
A collcation of socio-literary essays
by Deviprasad Bandyopadhyaya
Distributed by
The Shee Book Agency
201A,Muktarambabu Street, Kolkata 700007, Mobile 9874168470
thesheebookagency@gmail.com

স্বত্ব : বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায় রঞ্জা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ২০০২
তৃতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০২৪

প্রচ্ছদ প্রণবেশ মাইতি

শামা পাবলিকেশনসের-র পক্ষে ৮০ গঙ্গাপুরী, পূর্ব পুটিয়ারী, কলকাতা- ৭০০০৯৭ থেকে
শামা বন্দ্যোপাধ্যায় (৯১২২৩৩৩৪৩৩/৯৯০৩০৪৭৩৮৮) কর্তৃক প্রকাশিত এবং
কমলা প্রেস, ২০৯এ, বিধান সরণী, কলকাতা- ৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য তিনশো পঞ্চাশ টাকা

উৎসর্গ

অনুজোপন
সুভদ্রা ভট্টাচার্য
রাণা চট্টোপাধ্যায়
কবিদম্পতির করকমলে

ভূ মি কা

পুরোনো ছড়ানো কয়েকটি লেখা 'মুহূর্তের ভাষ্য' নামে এ বইয়ে একত্র করা হয়। বিষয় যাই হোক, তার অন্তঃশায়ী মুহূর্তেই তার চোখ, আর আশু মুহূর্তের উৎসারই হয়তো সে বিষয় একটানা চিরকেলের বিচ্যুত হয়েই স্বাতন্ত্র্য হয় আজকে মুহূর্তের।

স্থির চিরায়তের বিশ্ববোধ পশ্চিমি মধ্যযুগেও ছিল। মুহূর্তের নিত্য অস্থিরতার উদ্‌বেজনা পাশ্চাত্যপ্রাণিত পূর্বদেশে এসে ঢুকেছে সেও আজকের কথা নয়। বিদেশি ঘড়ির ব্যবসায়ী যে এ দেশে যুগান্তকারী ইংরেজি ইশকুল প্রতিষ্ঠার মস্ত নিমিত্ত, বিদেশি তাৎপর্যও বটে তার কেননা মূল ইয়োরোপে বসেই নির্মল প্রাকৃতিক আদিমতার পূজারী জাঁ জাক রুশো ঘড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন প্রাণস্বভাবনাশী আধুনিক বিজ্ঞানগত সভ্যতাকে প্রত্যাহার ক'রে, আর এখানেও রবীন্দ্রনাথ পুরো একখানা কাব্য ব্যাপী বেগ আর গতির জয়গান গাওয়ার পরেও লিখেছিলেন তিনি প্রগতির বিরুদ্ধ নন বটে কিন্তু তার স্বার্থে স্বভাবী আত্মা বিকিয়ে দিতে বসে যখন সভ্যতা তিনি আদিবাসীই থেকে যেতে চান ('I choose to remain primitive...') যে আদিমানুষেরা নিরধারা সময়ের অচঞ্চলিত সন্তোষেই স্থিতু থেকে খুশি, ক্ষণে ক্ষণে নিজেকে পেরিয়ে আগে চলবার উচ্চাশায় বিদ্ধ হয় নি। সমুচ্চ কুলীন ঘেরতাতেও এখানে মনোগতি হল কোনোমতে অভ্যস্ত ঘর-উঠোনে কাটিয়ে যাওয়া, কেননা প্রেরণা-তাড়না ঘরগ্রস্তের ধাতে তত সয় না। আমাদের বেগবান বড়ো শহরও এই সেদিনেও ছিল যে গ্রাম্য শহর, নাম-চিহ্ন নিয়েই পুরবাসী লোকে অনুচ্চ হয়ে ছিল ইতস্তত, সে তো দেখা দৃশ্য। কিন্তু উন্নতি-প্রগতির আবিশ্ব জলতরঙ্গ কে রুধবে? অনেক জাড্য-বিমুখতার মাঝ দিয়েই ছাপিয়ে উঠছে তার ক্রিয়াবিক্রিয়া। পশ্চিমের একান্ত দৃষ্টান্তে তেমন যন্ত্র-বানিজ্যের বিস্ফার, চিত্তান্তর, চিন্তাবিপ্লব, কলাকাব্যের দ্রোহাচার ক্ষণে ক্ষণে দেখা যায় নি বটে এখানে, তবু অল্পস্বল্প ঘটেওছে আবার গূঢ়সঞ্চারের রোমহর্ষে।

ঘটেছে কতদূর, কতখানি, সে অবশ্য বৃহৎ পুঁথির লোচনযোগ্য। লেখায় রেখায় যেটুকু তার ছাপ উঠেছে সেও সঙ্কুলান হতে পারে একনিষ্ঠ গ্রন্থে। আমাদের এই ভাষ্য সে ক্ষেত্রে কেবলই ছিন্নবিচিত্রের অবলম্বনে লেখা। তবু তারই মধ্যে উচ্ছেদত্রস্তের শিল্প থেকে ক্ষুৎকাতর কবিতা অবধি ব্যাসও একটা আছে সন্ধানে, এই মাত্র বলতে পারি আত্মসমর্থন। পুরাতনের কী স্থান, কত অস্বীকার, কিংবা নতুনের কী পরিমাণ আগ্রহ বা আত্তীকরণ আজ শিল্পী-লেখকের চিত্তে সেই তথ্যাহরণেরও চেষ্টা আছে সাধ্যমতো, তবে এই 'আজকের' পরিসর এ বইয়ে প্রায় তিরিশ বছরের গদ্যে-পদ্যে মিশ্র উপকরণের যোগে। অন্তর্বর্তী গতি বা বদলের স্পন্দনও আছে, হয়তো মুখ্যভাবে নেই। তবু, আদিমধ্যান্তবিহিত বিবরণের পক্ষপাতী পাঠকের যদি যথোপযুক্ত মনে না হয় আগেভাগে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর, একটু স্বগতও লিখে রাখি সেই সঙ্গে যে লেখবার কালে, সব-কয়টি লেখার ক্ষেত্রেই, গ্রন্থায়ত একটা ব্যাসই ছিল কল্পনাতে। পরে সাময়িকপত্রের খসড়া পৃথক্‌ভাবে পুরিয়ে তোলার সুযোগ হয়তো হবে এমন একটা আশাও ছিল চিত্তে। তার বদলে এখানে গ্রন্থান্তর করার কালে পুরাতন পত্রিকার পাঠে স্বভাবতই কিছু কিছু দাগরাজি করতে হল। যদিও তার দ্বারা রচনাকালীন মনোভাবের ব্যতিক্রম ঘটানো হয় নি। ইতি—

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা ৩০ অক্টোবর ২০০২

সূ চি প ত্র

কবিতার শহর-গ্রাম ১৩
অবনীন্দ্রনাথের উপকথার জগৎ ৪৭
মুহূর্তের ভাষ্য ৯১
প্রতিবেশী গল্প-উপন্যাস ১৮১
আজ এই মুহূর্ত ২১১
পঞ্চাশের কবিতা ২৩০
পুরোনো বাংলা কবিতা ও আধুনিক কাল ২৫৭
নির্দেশিকা ২৮৪

মুহূর্তের ভাষ্য

কবিতার শহর-গ্রাম

'নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছো মাথায় লয়ে জট, ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে...'?

না, কী করে পড়বে মনে? কবেই চলে গেছে সে ছেলে, গাছে নীড় বেঁধে তারপর ছেড়ে যাওয়া সেদিনের পাখিদেরই মতো চলে গেছে। তারপরেও সজল সবুজে পা ধুয়ে শাখা-ঝুরির বিপুল স্বপ্নকুহক নিয়ে দাঁড়িয়েছিল মহীরুহ গাছ— সেও আর নেই, বৌবাজার স্ট্রীট আর লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড়ে মস্ত বটপিপুলের নীচে ধোঁয়া আর তামাকের গন্ধ জড়িয়ে দেশ-বিদেশের শেঠ-সদাগর বসে গুলতোনি করে যেতেন চারনক সাহেবের জমাটি বৈঠকখানায়, ১৮২০র নগরোন্নয়নের বলি পড়ল গাছ। বৈঠকখানা বাজারটা রয়ে গেল। বাজারই তো মূল, তারই কারণে তো বণিকের মানদণ্ড হয়ে উঠেছিল রাজদণ্ড। মোগল সুবার দেওয়ানি পাবার পর মোতিঝিলের দরবারেই নবাবকে পাশে নিয়ে পুণ্যে আদায়ে বসেছিলেন লর্ড রবার্ট ক্লাইভ, কিন্তু সে রাজস্ব 'গাড়ি বোঝাই হইয়া সিপাহীর পাহারায় কলিকাতায় কোম্পানির ধনাগারে' ক্রমাগত চালান হতে থাকে, দুর্বচ্ছরের ফসলও মজুত হয় সে কোম্পানির সিপাহীর ভরণ করতে, আর অকাতরে লোক মরতে থাকে অনাহারে। তাও, 'লোকে না খাইয়া মরুক, খাজনা আদায় বন্ধ হয় না।' কাল মন্বন্তরে কত লোক মরল কে জানে, লোকে বলে ছিয়াত্তর হাজার বঙ্কিম লিখেছেন, 'বাঙ্গালার ছয় আনা রকম মনুষ্যকে যমপুরে' পাঠিয়ে তবে তার নিবৃত্তি। প্রজাপালনের দায় দেওয়ানের নয়, নবাবের। কিন্তু মুর্শিদাবাদের দিন নিঃশেষেই গত হয়েছিল। ১৭৭৩এর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ আইনের পর কোর্ট কাছারি নিজামত মায় সুবেদারির গোটা প্রশাসন উঠে আসে কোম্পানির নতুন ভিটি গাড়া শহরে। ১৭৯০এর দশকে কর্নোয়ালিসের তদারকিতে কলকাতা পুরোপুরিই হয়ে ওঠে রাজধানী শহর।

হয়ে উঠতে থাকে প্রাসাদনগরীও, এবং ঝুপড়ির নগরীও । কিপলিংয়ের বহু উদ্‌ধৃত কবিতায় পূর্বসূত্রও আছে সহাবস্থানের : ''as the fungus sprouts chaotic from its bed, so it spread./ Chance-directed, chance-erected, laid and

built, on the silt / Palace, myre hovel--poverty and pride, side by side...।'' এমন সহাবস্থান হয়তো শহরেরই সামান্য লক্ষণ, তার সদ্য দৃষ্টান্ত ফেলে আসা রাজধানীতেই মিলবে। মাসুমাবাজারের হাটগঞ্জ থেকে গড়ে ওঠা মুখসুদাবাদের সম্পদের তারিফ লেখা আছে বিদেশাগতের কলমে, মুর্শিদকুলি খাঁ সুবেদার হয়ে অবধি ঢাকা থেকে রাজধানী সরিয়ে এনেছিলেন নিজের নামাঙ্ক দেওয়া সেই শহরে। ১৭০৪ থেকে ১৭১৬র মধ্যে শহরবাজার ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে রাজধানীর প্রাসাদনগরী। পলাশীর পর ক্লাইভ শহরে ঢুকে দেখেন সে অন্যূন লণ্ডননগরীরই মতো— প্রসর জনবহুল ধনপূর্ণ, ব্যক্তিগত এত ধন লন্ডনেও কারও নেই; আবার তাঁর স্বজাতি অপরজনের চোখে পড়েছে তার কদর্য নোংরা রূপ, কয়েকখানা জমকালো হর্ম্যের বাইরে আমজনতার অগণ্য নিচু খোড়ো ঘর যার ভেতরে খাড়া হয়ে দাঁড়ানো যায় না, এবং ''for the most part a city of mean streets''। বঙ্কিম সম্রাটনির্মিত এই সব বর্ত্মের কথা বাঁকা স্বরে বলেছেন ''ইংরেজদের কৃত আধুনিক রাস্তাসকলের'' তুলনাতে। রবীন্দ্রনাথও ইংরেজের প্রতাপ-চিহ্ন বলে উল্লেখ করেছেন তার অনলনিশ্বাসী রথ আর পণ্যবাহী লৌহবাঁধা পথের কথা, যদিও রেল পাতার আগে পর্যন্ত সে পথের বিস্তার তত নেই, পণ্য চলাচলও মূলত গোযানে। তবু পণ্য আর পথের তথাই বড়ো করে চোখে পড়ে কোম্পানি বাহাদুরের নতুন শহরপত্তনের কালে।

আর গাছ কাটা পড়তে থাকে তার ফলে ক্রমাগতই, গাড়ি গাড়ি রাবিশ পড়ে বুজে যায় তার আয়নাধারী পুকুর, শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের 'নূতন রাস্তা' শহরের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে 'চান্দনী বাজারের পূর্বে ব্যাপারিটোলাতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে', 'ধর্ম্মতলা হইতে বহুবাজার ... বহুবাজার ছাড়াইয়া তাহার উত্তরে গোয়ালপাড়া শ্যামপুকুরিয়া থানা পর্যন্ত', 'খিদিরপুরে জাহাজের য়াডি অবধি গঙ্গাতীরে গার্ডিনরীচ... চাঁদপালের ঘাট হইতে উত্তরে চিৎপুর দক্ষিণমুখে আড়পাড় পর্যন্ত।' কালীঘাটে টালির খালের উপরে নূতন সাঁকোর লোহার কর্ম তাবৎ প্রস্তুত হবার পর পাকা গাঁথনিও শেষ হতে চলল। শহরের পরিপাটিকরণের ব্যয়নির্বাহকল্পে লটারির প্রচলন হয় এবং 'গবর্ণমেন্টদ্বারা'ও স্থাপিত হয় লটারি কমিটি। রাজপথের শ্রম দূরকরণজন্য, রাজপথের শোভাকরণের নিমিত্তে খালকাটনেরও অনেক পরিকল্পনা দেখা যায় এখানকার পুরাতন কাগজে, সেই সঙ্গে মফস্বলের নানা স্থানেও পথ ও সেতুসংযোগের সংবাদ।

তারপর দেখি 'বাণিজ্যবস্তুর আমদানী রপ্তানী সুগম' করে তোলার জন্য 'মনোরম ঘাট' তৈরি হচ্ছে গঙ্গাতীরে। 'চতুর্গুণ বৃদ্ধি' পেয়ে 'এদেশের বাণিজ্য অতিবেগে চলিতেছে', সেই খবর : তুলার রপ্তানি বাড়ছে কিন্তু আমদানি বাড়ছে বিলিতি বস্ত্রের, এবং ক্রমেই ন্যূন হয়ে উঠছে রপ্তানির আয় আর 'আমদানীর অতিশয় বৃদ্ধির ফলে